ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

‘কবির সিংয়ের মতো ছেলেই পছন্দ’ মেয়েদের : শাহিদ কাপুর

পৃঃ ৫

হরভজন বললেন, ‘পাকিস্তান ভারতে না এলে কিছু যায় আসে না’

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৩২ ● কলকাতা ● ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাদেশ ইস্যুতে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সাধারণ মানুষদের বিতর্কিত মন্তব্য থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশ ইস্যুতে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে জানান, বাংলা সবার। ধর্মীয় উন্মাদনার জায়গা এখানে নেই। এর পাশাপাশি ওপার বাংলার মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর এই কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষদেরও বিতর্কিত মন্তব্য থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ক্রমশ হিন্দু নির্যাতন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় খালেদা জিয়ার বিএনপি দল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখলের ডাক দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন বাংলাদেশের যে সংখ্যালঘু অত্যাচার চলছে সেটাকে ভালো চোখে দেখছি না। দাঙ্গা কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ করে না। দাঙ্গা করে শুধুমাত্র কিছু সমাজবিরোধীরা। তারা সমাজের বোঝা। আমরা যেন এমন মন্তব্য না করি তাতে সমাজে তার প্রভাব পড়ে, কারো ক্ষতি হয়। এটা কেন্দ্রের বিষয়। তাদের কথা আমরা শুনবো"। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিরোধীদলের বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বলেছেন " আমরা যেন অতিরিক্ত কথা না বলি। যারা বলছেন এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন। জেনে রাখুন এতে আপনার রাজ্যের ক্ষতি হবে। বলা ভালো বাংলাদেশ ইসুতে প্রবল আক্রমণাত্মক শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপি নেতারা। বাংলাদেশের সীমান্ত বন্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে। যুদ্ধ বিমান পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন

এরপর ৩ পাতায়

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় ভারত: বিক্রম মিশ্রি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় ভারত। এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী তারা।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

বিক্রম মিশ্র বলেন, ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। সোমবারের বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আমার বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারত চায় দুই দেশের ইতিবাচক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক। অতীতেও আমাদের সেই সম্পর্ক ছিল, সেটি ভবিষ্যতেও আমরা অব্যাহত রাখতে চাই। এই সম্পর্ক জনগণকেন্দ্রিক, যা সবার জন্য কল্যাণকর।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর সম্পর্ক চায় ভারত। আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর আক্রমণের মতো সাম্প্রতিক দুঃখজনক কিছু ঘটনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত আশা করে, সম্পর্ক বেগবান করতে বাংলাদেশ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বিষয়গুলো দেখবে।

এ সময় তিনি দুই দেশের মধ্যে পর্যটন এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো দূর করতে কাজ চলছে বলেও জানান।

সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বেশ কয়েক মাস রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাতের পরে এই মুহূর্তে এই দুই পক্ষের সম্পর্ক অনেকটা নমনীয়। বিশেষ করে রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো প্যানেলেই স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যপাল। তার পরে সম্পর্ক অনেকটাই ঠিক হয়। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেন রাজ্যপাল। জানা যাচ্ছে, যে কোনও কারণেই হোক, রাজ্যপাল এখন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও সংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে না জড়ানোর বার্তা দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীও সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে প্রথাগত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গেলেও রাজ্যপালকে কার্যত এড়িয়ে মূলত উত্তরের অলিন্দে অন্যদের সঙ্গে বসেই সময় কাটিয়ে দেন। সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই।

এখন রাজ্যপালের পক্ষ থেকে অনেকটাই নরম বার্তা এসেছে। তাই তাঁর আমন্ত্রণে সৌজন্যের খাতিরেই সাড়া দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া এর মাধ্যমে যদি সরকারি কাজে রাজভবনকেন্দ্রিক জট কিছুটা কাটে, তাতেও সুবিধাই হবে রাজ্য সরকারের। তাই সোমবার সব ঠিকঠাক থাকলে রাজ্যপালের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাজভবনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয় এখনও স্পষ্ট নয়। কূটনৈতিক মহল মনে করছে যে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও তাতে পশ্চিমবঙ্গের কী ভূমিকা হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

তৃণমূলে ফিরছেন প্রবীর ঘোষাল, সবুজ সঙ্কেত মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আবার তৃণমূলে ফিরছেন প্রবীর ঘোষাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। আবার উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের হয়ে কাজ শুরু করে দেবেন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর ঘোষাল, রুদ্রনীল ঘোষরা প্রাইভেট জেট চড়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। তারপর তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই তৃণমূলে ফিরে গিয়েছিলেন। এবার প্রবীরও দলে ফিরছেন।আজ সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়েছিলেন প্রবীর ঘোষাল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কিছু সময় কথা হয়।তৃণমূলে ফেরার জন্য সবুজ সংকেত দেন নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিনি অনেক দিন ধরেই লেখেন আমাদের হয়ে। দীর্ঘদিন আমাদের বিধায়কও ছিলেন। আবার তাঁকে কাজ করতে বলা হল।' মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণামও করেন তিনি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছাড়েন প্রবীর ঘোষাল। তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপির টিকিটে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াইও করেন। কিন্তু শিঁকে ছেড়েনি। বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। তৃণমূলে যাতে আর ষতাঁকে না ফেরেনো হয়। সেই দাবিও স্থানীয় স্তরে উঠেছিল।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে প্রবীরের। রাজ্য রাজনীতির মঞ্চেও খুব একটা তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারেও দেখা যায়নি এই পোড়খাওয়া নেতাকে। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। তারপর রাজ্য রাজনীতিতে অনেক জল বয়ে গিয়েছে।

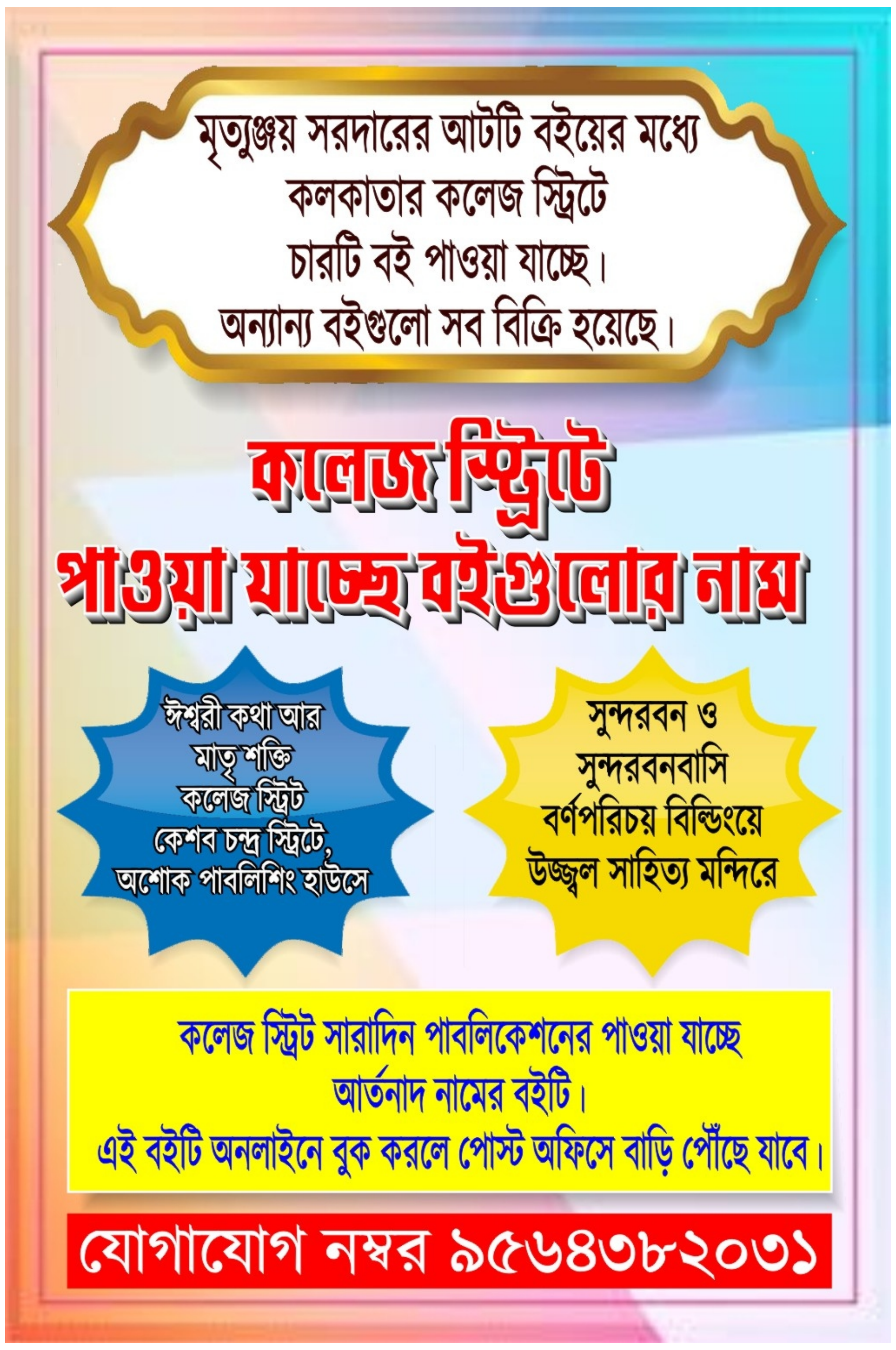

ভারতে ধর্ষণের দায়ে আওয়ামী লীগের ৪ নেতা গ্রেপ্তার, ছাড়াতে তদবির নানকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শেখ হাসিনার পতনের পর উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচতে ভারতে অবস্থান নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের ছয় নেতা। কিন্তু বিপদে পড়েও স্বভাব ভালো হলে না তাদের। গণধর্ষণ মামলায় আওয়ামী লীগের চার নেতা ভারতে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গ্রেপ্তার এড়াতে বাকী দুজন পলাতক রয়েছেন। রবিবার (৮ ডিসেম্বর) স্পেশাল অপারেশনে কলকাতা নিউ টাউন এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে চার আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতার বিধান নগর কমিশনারেট ও মেঘালয় পুলিশের যৌথ বাহিনী। শিলং পুলিশ জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের নেতারা সিলেট থেকে পালিয়ে শিলংয়ে অবস্থান করার সময় তাদের আবাসস্থলেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিলং থানায় ছয় জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় ৪ জনকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হলেও আরো দুইজন আসামি পলাতক রয়েছেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন- সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান। সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি। সিলেট মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি রিপন ও যুবলীগের সদস্য জুয়েল। পলাতক দুইজন হলেন- সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি অফসর আজিজ, অসাধারণ সম্পাদক দেবাংশু দাস মিটু।

রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বারাসাতের স্পেশাল ক্রিমিনাল কোর্টে তাদের তোলা হয়। কিন্তু বিচারক উপস্থিত ছিলেন না। এসময় ভারতীয় আইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিলংয়ের স্থানীয় আদালতে অপরাধীদের হাজির করা হবে এমন আশ্বাসে ট্রানজিট রিমান্ড না নিয়েই তাদের মেঘালয়ের শিলং নিয়ে যায় মেঘালয় পুলিশ। এদিকে কলকাতার এই ফ্ল্যাট থেকে নাসির, মুক্তি, রিপন ও জুয়েল ছাড়াও সুনামগঞ্জের এক ইউপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকেও গ্রেপ্তার করেছিল শিলং পুলিশ। পরে সেখানে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল তাদেরকে ছাড়াতে তদবির শুরু করেন। এরপর মামলার এজহারে নাম না থাকায় ওই ইউপি চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সন্দেশখালিতে জাতীয় মহিলা কমিশন, নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুকুর থেকে উদ্ধার আদাবাসী যুবতীর দেহ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার ঘোষপুর এলাকায়।। যুবতীর দেহ উদ্ধারের পরদিনই সন্দেশখালিতে পৌঁছল জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। রবিবার ন্যাজাট থানার ঘোষপুর এলাকায় যান মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।এরপর শনিবার গ্রামেরই এক পুকুরে যুবতীর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। বিষয়টি জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রাথমিকভাব অনুমান ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সন্দেশখালিতে জাতীয় মহিলা কমিশন, নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস! মৃতার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। শুধু তাই নয় রাজ্যের নিরাপত্তা এবং গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। অর্চনার অভিযোগ, যুবতী নিখোঁজ হওয়ার পরই থানায় ডায়ারি করা হয়। কিন্তু পুলিশ কেন তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ তৎপর হলে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম বৈঠকের স্মরণে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা আমাদের জাতির গণতন্ত্রের পথে যাত্রার এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে স্মরণ করে আজ এই পবিত্র সদনে সমবেত হয়েছি। ১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর আজকের দিনেই পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই ভারতের সংবিধান রচনার গুরু দায়িত্ব পালনের কাজ, সদস্যরা শুরু করেন। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মূল্যবান দলিল এই সংবিধান। প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম সভার পৌরোহিত্য করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা। তিনি ছিলেন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য এবং ভারতের প্রবীণতম সাংসদ। ১৯১০ সাল থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এবং পরবর্তীতে ১৯২১ সালে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিনিধি পরিষদকে আমেরিকা, চীন এবং অস্ট্রেলিয়া শুভেচ্ছাবার্তা পাঠায়। পরিষদের তদানিন্তন চেয়ারম্যান সেই বার্তা তিনটি সভায় পাঠ করে শোনান। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ বি আর আম্বেদকর, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো বিশিষ্ট জনদের নেতৃত্বে পরিষদ নানাবিধ বিতর্কের মধ্যে দিয়ে খসড়া প্রস্তুত করে, যা এক স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা হয়ে ওঠে। তাঁরা এক অবিচল অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং আদর্শগত মতভেদকে সরিয়ে দেশ গড়ার মানসিকতা অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এই কক্ষ, রাজসভা সংবিধানের সেই নীতির কারণে তাঁর শক্তি অর্জন করেছে। সংসদের সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করা এবং রক্ষা করা, যাতে যাঁরা এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারি। আসুন আমরা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধ্যবসায়ের থেকে অনুপ্রাণিত হই। গঠনমূলক আলোচনা এবং পারস্পরিক সম্মানের যে মূল্যবোধ তাঁদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে

এরপর ৩ পাতায়

সাংবাদিক বৈঠক করে এবার মমতাকে চরম আক্রমন করলেন BNP নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভির। বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর দাবিকে কটাক্ষ। মমতাকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবতাম, কিন্তু উনি কট্টরপন্থী, আক্রমণ বিএনপি নেতার। তাঁদের কিছু নেতা বিরূপ মন্তব্য করে চলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল। ভেবেছিলাম তিনি ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি সব ধর্মকে সমান চোখে দেখেন, এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনিও বললেন বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর দরকার। আসলে তাঁর মধ্যেও কট্টর হিন্দুত্ববাদ আছে। আজ এটা প্রমাণিত।মমতা বলেন কোনও ভারতীয়ের উপর অত্যাচার হোক, এটা নিশ্চয়ই চাই না। ভারত সরকার বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপন করুক, যাতে তারা শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাতে পারে, বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য। ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশ ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা

বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা

বাংলাদেশ ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বলেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করছে, বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতাকে পাল্টা আঘাত করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন,ইসকন ও সায়ন ঘোষের ওপর হামলা কি ভুয়োমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুয়ো। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের তুষ্টির রাজনীতির জন্য দায়ী করতে গিয়ে তিনি এমন কথা বলছেন।শুভেন্দু অধিকারী

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উদীয়মান রাজস্থান বিশ্ব বিনিয়োগ শিখর সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উদীয়মান রাজস্থান বিশ্ব বিনিয়োগ শিখর সম্মেলন ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। রাজস্থানের জয়পুরের প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব বাণিজ্য এক্সপো-রও সূচনা করেন তিনি। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই সমারোহের সফল আয়োজনের জন্য সেখানকার রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। ভারতে বাণিজ্য পরিমণ্ডল নিয়ে সারা বিশ্বের লগ্নিকারীরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। এই দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকাশের মূল মন্ত্র হল - সম্পাদন, পরিবর্তন ও সংস্কার। এই কথা পুনরায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সাত দশক পর ভারত বিশ্বের একাদশতম বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, বিগত এক দশকে এই দেশ বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে এসে গেছে। এই সময় ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দশকে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। পরিকাঠামো খাতে লগ্নির পরিমাণ ২ ট্রিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ১১ ট্রিলিয়ন টাকা। ভারতের এই উন্নয়নের চালিকাশক্তি হল - গণতন্ত্র, জনবিন্যাস, ডিজিটাল ডেটা এবং পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা। এই দেশ মানবতার কল্যাণকে মূল দর্শন করে এগিয়ে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। কেন্দ্রে সুস্থায়ী সরকার গড়ে তোলার জন্য দেশের নাগরিকদের প্রশংসা করেন

এরপর ৩ পাতায়

'বন্ধুত্বের বার্তা' নিয়ে সাতসকালে ঢাকায় পৌঁছেছেন বিদেশ সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে উপস্থিত হলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ইতিমধ্যেই তিনি ঢাকায় পৌঁছেছেন। একটি বিশেষ ফ্লাইটে সোমবার(৯ ডিসেম্বর) সকালে একদিনের সফরে তিনি ঢাকায় এসেছেন। বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রির এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। খসড়া সূচি অনুযায়ী তিনি বেলা ১১টায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসার আগে একান্তে বৈঠক করবেন বলে জানা

এরপর ৩ পাতায়

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১.২৮ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ উদ্ধার বিএসএফের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের বড় অভিযান। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১.২৮ কোটি টাকা মূল্যের ১.৬৭ কেজি স্বর্ণসহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। রবিবার বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত অধীনে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পুটিখালির সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা স্থানীয় এলাকায় একটি বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। অভিযানে বিভিন্ন আকৃতির ১৪টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে বিএসএফ। এসময় একজন স্কুটি আরোহীসহ মোট তিনজনকে আটক করা হয়। জানা গেছে, ওই স্কুটি আরোহী স্বর্ণ বহন করছিলেন, বাকি দুইজন ওই স্বর্ণের চালান সংগ্রহ করতে এসেছিলেন এবং পরে সেই স্বর্ণ বহনকারীরা রানাঘাট রেলওয়ে স্টেশনে অন্য এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে সেই চালান তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। জব্দ করা স্বর্ণের মোট ওজন ১ কেজি ৬৭ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা।

বিএসএফ জানিয়েছে, গত শনিবার পুটিখালীর সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা স্থানীয় একটি এলাকায় সম্ভাব্য স্বর্ণ পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য পায়। খবর পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহভাজন এলাকায় একটি বিশেষ অতর্কিত হামলা চালায়। অতর্কিত হামলার সময়, বিএসএফ জওয়ানরা একটি মোটরবাইকে ভ্রমণরত ২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, তারা জানায় যে এক ব্যক্তি গেদে থেকে স্বর্ণের একটি চালান নিয়ে আসছিল এবং রানাঘাটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে হস্তান্তর করবে। মাঝেরিয়া-গাজনা রোড থেকে একটি স্কুটিতে করে তৃতীয় ব্যক্তিকে আসতে দেখে বিএসএফ জওয়ানরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আটক করে এবং গাড়ির তল্লাশির সময় কালো ডাক্ট টেপে মোড়ানো ৩টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। তিনটি প্যাকেট খুলে ১২টি ছোট আকৃতির ও ২টি বড় আকৃতির স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। বিএসএফ জওয়ানরা গ্রেফতারকৃত তিনজনকে এবং জব্দকৃত স্বর্ণ পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুটিখালী সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। জব্দ করা হয়েছে একটি মোটরসাইকেল এবং স্কুটিকেও। আটক তিনজনকে এবং জব্দ করা স্বর্ণ পরবর্তী আইনি তদন্তের জন্য মাজদিয়ার কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশ ইস্যুতে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সাধারণ মানুষদের বিতর্কিত মন্তব্য থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বাংলা বিহার উড়িষ্যা দখলের যে কথা বলেছেন তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, " যাঁরা বলেছেন বাংলা, বিহার উড়িষ্যা দখল করবেন তাঁরা ভালো থাকবেন। আপনার সেই ক্ষমতা নেই, আর ভাববার কোন কারণ নেই যে আমরা বসে ললিপপ খাবো। আমরা যথেষ্ট সক্রিয় এবং যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। আমরা সবাই সবাইকে রক্ষা করব"।

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত "ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন"

উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত প্রাণবন্ত অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে একটি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন-এর আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির ক্রেতাদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশের বিক্রেতাদের সাক্ষাৎ ঘটানো হচ্ছে। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য উত্তরপূর্ব ভারতের কারুশিল্পী এবং ক্রেতাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন।

এই সম্মেলনের ফলে, উত্তরপূর্বাঞ্চলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। বিশেষ করে, বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প, হস্তচালিত তাঁত ও কারুশিল্প, রত্ন, গহনা, কৃষি ও উদ্যান শিল্প এবং পর্যটন ক্ষেত্রে। এর ফলে একলপ্তে বেশি পরিমাণ বরাত পাওয়া যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক চুক্তিও হবে।

উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক, নর্থইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনইএইচএইচডিসি), ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি)-এর শীর্ষ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে এনইএইচএইচডিসি-র উপদেষ্টা উত্তরপূর্বাঞ্চলের সুবিধা এবং লগ্নির সুযোগের কথা তুলে ধরেন। ওএনডিসি-র মুখ্য বাণিজ্য আধিকারিক বলেন যে, কারিগরি প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ ওএনডিসি-র লক্ষ্য সারা দেশে ই-কমার্সের কাজকর্ম ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্যোগের ফলে ই-কমার্সের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে শুধু তাই নয়, সারা ভারতে স্টার্টআপ-এর বৃদ্ধি ঘটবে। ওপেন প্রোটোকলের মাধ্যমে সুলভে ই-কমার্সের ব্যবস্থা করে ওএনডিসি স্টার্টআপগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উপযোগী করে তুলবে। তিনি এও বলেন, এনইএইচএইচডিসি-র সঙ্গে একযোগে ওএনডিসি উত্তরপূর্বাঞ্চলে হস্তশিল্পী, বুননশিল্পী এবং বিক্রেতাদের এক মঞ্চে এনেছে, যাতে তাদের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে।

এনইএইচএইচডিসি-র এমডি মন্ত্রকের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং জানান যে, এই ধরনের উদ্যোগ উত্তরপূর্বাঞ্চলের স্থানীয় পণ্যের

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

'বন্ধুত্বের বার্তা' নিয়ে সাতসকালে ঢাকায় পৌঁছেছেন বিদেশ সচিব

গিয়েছে।তাঁকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ইশরাত জাহান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। বলা যেতে পারে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই হবে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রথম বৈঠক।

এই বৈঠক অংশগ্রহণ শেষে বিক্রম মিশ্রি যোগ দেবেন মধ্যাহ্নভোজে। এরপর তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সারবেন।সোমবার রাতেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে বিদেশ সচিবের।

২ পাতার পর

বাংলাদেশ ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতন্ডা

বলেন,তিনি রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে পারেন। বাংলাদেশে এ ঘটনার জেরে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। মুখ বাঁচাতেই এসব বলছে।তিনি বলেন,তার সরকারের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সরাসরি মহম্মদ ইউনূসকে সমর্থন করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা। এ ঘটনার প্রতিবাদে তারা বাংলাদেশে গেলে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, ফিরহাদ হাকিম, রানি রাসমণি রোড ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং হিন্দুরা কলকাতায় জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হয়।

২ পাতার পর

সন্দেশিখালিতে জাতীয় মহিলা কমিশন, নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস

এমন ঘটনা ঘটত না বলেও দাবি তাঁর। তদন্তের গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ির পাশেই একটি মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। কিছুক্ষণ পর মা অন্য কাজে গোয়ালঘরে চলে যান। তারপর ফিরে আর মেয়ের দেখা মেলেনি। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁকে। এরপরপি ন্যাজাট থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করে নির্যাতিতার পরিবার। শুরু হয় খোঁজ। ড্রোন উড়িয়ে শুরু হয় তল্লাশি।

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন ২৫ লক্ষ নাগরিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড প্রকল্পের সূচনা হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ নাগরিক এর জন্য আবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

ইতোমধ্যে ৭০ এবং তার অধিক বয়সের ২২,০০০-এর বেশি প্রবীণ নাগরিক এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছেন। এর আওতায় ৪০ কোটি টাকার বেশি চিকিৎসা হয়েছে। মূলত করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, হিপ ফ্র্যাকচার/ রিপ্লেসমেন্ট, গল ব্লাডার অপারেশন, চোখের ছানির অপারেশন, প্রস্টেট গ্লান্ড, স্ট্রোক, হেমোডায়ালিসিস, জ্বর এবং অন্যান্য নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসা প্রবীন নাগরিকরা বিনামূল্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে করাতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই) প্রকল্পের আওতায় ৭০ এবং তার অধিক বয়সীর নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বয়সের প্রবীন নাগরিকরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সংগ্রহ করা শুরু করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। ৭০ এবং তার অধিক বয়সী প্রবীণ নাগরিকরা এই কার্ডের সাহায্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা করা হয় না। যেসব পরিবার ইতোমধ্যেই এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারগুলি প্রবীন নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্প- সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেল্থ স্কিম (সিজিএইচএস), প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প- ইসিএইচএস এবং সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেসব সদস্য পৃথক স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাধীন, তাঁরা প্রয়োজনে এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে যে প্রকল্পে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে। এছাড়াও কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের আওতাভুক্ত নাগরিকরা এবং বিভিন্ন বেসরকারী স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে যাঁরা ইতোমধ্যেই নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এবি পিএম-জেএওয়াই-এর সুবিধা পেতে পারেন।

এই কার্ডের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকরা প্রায় ২,০০০ রকমের চিকিৎসা করাতে পারবেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করতে পারেন। তাঁরা এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও গুগল প্লে-স্টোর থেকে আয়ুষ্মান ভারত অ্যাপ ডাউনলোড করে অথবা http://www.beneficiary.nha.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেরাই এই প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। ১৪৫৫৫ নিঃশুল্ক নম্বরে ফোন করে অথবা ১৮০০১১০৭৭০ নম্বরে মিসড কল দিয়ে আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

২ পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উদীয়মান রাজস্থান বিশ্ব বিনিয়োগ শিখর সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন

তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সনাতন ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভারত যেভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার কৃতিত্ব দেশের যুবশক্তির। দেশের জনবিন্যাসে তারুণ্যের অনুপাত বেশি হওয়া ভারতের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয় এবং সরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শ্রী মোদী বলেন, বিগত দশকে ভারতের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ও তথ্য ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই শতক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্বারাই চালিত। বিগত দশকে এদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে এবং ডিজিটাল লেনদেনে নতুন নজির তৈরি হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ প্রতিটি ক্ষেত্র ও জনগোষ্ঠীকে কিভাবে উপকৃত করতে পারেন, বিশ্বের সামনে তা তুলে ধরেছে ভারত। এ প্রসঙ্গে তিনি ইউপিআই, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, সরকারি বৈদ্যুতিন বিপণন কেন্দ্র, ডিজিটাল বাণিজ্যের মুক্ত মঞ্চ বা ওএনডিভিসি-র কথা তুলে ধরেন। প্রযুক্তিগত এইসব উদ্যোগ রাজস্থানকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির কারণে রাজস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। কিন্তু, বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতার সুবাদে এই রাজ্য শুধুমাত্র বিকাশশীলই নয়, বিনিয়োগে নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। উন্নয়নের কাজে ঐ রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজস্থান তামা, দস্তা, চুনাপাথর, গ্রানাইটের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারত গঠনের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক রাজ্য বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। ভারতের শক্তি নিরাপত্তার প্রশ্নে এই রাজ্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দশকের শেষ নাগাদ সারা দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজস্থান রাজ্যটি দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মতো বড় বাণিজ্য কেন্দ্রের নিকটবর্তী এবং সেখানে সড়ক ও রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করে তোলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। পর্যটনের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দেশের পর্যটন মানচিত্রে রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেন। বিশ্ব সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের বিষয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র করে তোলা সারা বিশ্বের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি আনতে ভারত সরকারের উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচির সুবাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের পালেও হাওয়া লেগেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজস্থানের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি। অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে রাজস্থানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শিখর সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে তাঁর সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৫ কোটি ক্ষুদ্র সংস্থা দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার ফলে ঋণের সুযোগ পেতে চলেছে খুব সহজেই। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরকারের ঋণ সংযুক্ত জামিন প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বিগত দশকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ২০১৪র ১০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এখন তা ২২ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ভারত ও উন্নত রাজস্থানের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রী হরিভাউ কিষাণরাও বাগদে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ।

২ পাতার পর

ভারতের প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম বৈঠকের স্মরণে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিবৃতি

কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আমরা আমাদের ইতিহাসের এই পবিত্র মুহুর্তটিতে স্মরণ করে আবারও ভারতের জনগণের জন্য সৎ ভাবে পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সেবা করার শপথ গ্রহণ করছি। আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পথ চলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাকে বিবেচনা করে, আমাদের কাজগুলি যাতে উদাহরণের সৃষ্টি করে, তা নিশ্চিত করতে আসুন আজ আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব থেকে একে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব। মাননীয় সদস্যরা, সংসদীয় কার্যক্রমকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে দেবেন এবং সারা দেশের সকল পরিষদীয় সদস্যের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবেন বলে আমি আশাবাদী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

দৈনিক সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে রামকৃষ্ণ মঠ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গুজরাটে রামকৃষ্ণ মঠ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। সমাবেশে ভাষণে শ্রী মোদী শুভেচ্ছা জানান প্রণম্য শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী, দেশ বিদেশ থেকে আগত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রণম্য সন্ন্যাসী, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনকে। শ্রী মোদী শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন দেবী সারদা, গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি বলেন যে, আজকের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহান ব্যক্তিত্বদের প্রাণশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বে ইতিবাচক কাজ নির্মাণ এবং গঠন করে চলেছে'। তিনি আরও বলেন যে, স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে লেখাম্বায় নবনির্মিত প্রার্থনা গৃহ এবং একটি সাধু নিবাস নির্মাণ ভারতের সন্ত ঐতিহ্যকে লালন করবে। শ্রী মোদী বলেন, সেবা এবং শিক্ষার একটি যাত্রা শুরু হচ্ছে, যা আগামী প্রজন্মের কল্যাণ করবে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রী রামকৃষ্ণদেব মন্দির, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং পর্যটকদের নিবাসের মতো মহান কাজ আধ্যাত্মিকতা প্রচার ও মানবতার সেবার কাজের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে থাকতে পছন্দ করেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

সানন্দের সঙ্গে জড়িত স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রী মোদী বলেন, বহু বছরের অবহেলার পরে এই অঞ্চল বর্তমানে বহু প্রতীক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাক্ষী থাকছে। তিনি বলেন যে, সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ ও সরকারের প্রয়াস এবং নীতি এই উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সমাজের চাহিদারও বদল ঘটে জানিয়ে শ্রী মোদী তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সানন্দকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারসাম্যের জীবনের সঙ্গে অর্থের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাও সমান জরুরি। শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সাধু এবং সন্ন্যাসীদের পথ প্রদর্শনায় সানন্দ এবং গুজরাট সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে।

গাছের ফলের সম্ভাবনা নিহিত থাকে তার বীজে, জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণ মঠ হল সেই বৃক্ষ যার বীজ স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান অধ্যাত্ম পুরুষের অসীম প্রাণশক্তি বহন করছে। তিনি আরও বলেন যে, নিরন্তর প্রসারের এটাই কারণ এবং মানবতার ওপর এর যা প্রভাব তা অনন্ত এবং অসীম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে রামকৃষ্ণ মঠের কেন্দ্রে যে ভাবনা রয়েছে তাকে বুঝতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে এবং তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, তিনি যখন সেই আদর্শে জীবনযাপনের প্রণালী শিখেছেন তখনই নিজেই সেই পথ প্রদর্শক আলোর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, মঠের সন্ন্যাসীরা খুব ভালোভাবেই জানেন, রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁর সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা সহ কিভাবে তাঁর জীবনে দিশানির্দেশ করেছে। শ্রী মোদী বলেন যে, সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মিশনের অনেক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ২০০৫-এ পূজ্য স্বামী আত্মস্থানন্দজীর অধীনে থাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে বদোদরার দিলারাম বাংলো হস্তান্তরের স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রী মোদী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দও এখানে দিন কাটিয়েছেন।

এই কর্মসূচিতে এবং মিশনের অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারার সুযোগ পেয়েছেন বলে তিনি জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, আজ সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ২৮০-র বেশি শাখা আছে এবং রামকৃষ্ণ দর্শনের অনুসারী প্রায় ১২০০ আশ্রম আছে ভারতে। তিনি আরও বলেন, এই আশ্রমগুলি কাজ করছে মানবতার সেবা করার সংকল্পের ভিত্তি হিসেবে এবং গুজরাট বহু দিন ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার সাক্ষী হয়ে আসছে। তিনি সেই ঘটনাগুলির উল্লেখ করেন, বহু দশক আগে যখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত মানুষরা এগিয়ে এসে সুরাতের বন্যা পীড়িতদের হাত ধরে ছিলেন, মোরবির বাঁধ দুর্ঘটনার পরে, ভুজে ভূমিকম্পের ফলে বিপর্যয়ের পরে এবং যখনই গুজরাটে কোনো বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী ভূমিকম্পের সময়ে বিধ্বস্ত ৮০-টিরও বেশি বিদ্যালয় পুনর্গঠনে রামকৃষ্ণ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন যে, গুজরাটের মানুষ এখনও সেই সেবা মনে রেখেছেন এবং সেখান থেকেই অনুপ্রেরণাও পাচ্ছেন।

গুজরাটের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গুজরাট তাঁর জীবনযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তিনি আরও জানান, স্বামী বিবেকানন্দ গুজরাটের অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন এবং গুজরাটেই স্বামীজী প্রথম জানতে পারেন শিকাগোর বিশ্ব মহা ধর্মসম্মেলন সম্পর্কে। তিনি আরও বলেন যে, গুজরাটেই তিনি অনেক পুঁথির গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন বেদান্ত প্রচারে। শ্রী মোদী বলেন, ১৮৯১-তে স্বামীজী বেশ কয়েক মাস থেকেছিলেন পোরবন্দরের ভোজেশ্বর ভবনে এবং তৎকালীন গুজরাট সরকার সেই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দেয় স্মারক মন্দির নির্মাণ করার জন্য। শ্রী মোদী স্মৃতি রোমন্থন করে জানান, ২০১২ থেকে ২০১৪ গুজরাট সরকার স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয় গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে, যার সাক্ষী থেকেছিলেন দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত। শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গুজরাট সরকার এখন গুজরাটের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের স্মৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দ ট্যুরিস্ট সার্কিট নির্মাণের নীল নকশা প্রস্তুত করছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের বড় সমর্থক ছিলেন, এই কথায় জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের গুরুত্ব শুধু কোনো জিনিসের অথবা ঘটনার বিবরণে সীমিত নয় বরং বিজ্ঞানের গুরুত্ব আমাদের অনুপ্রাণিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে, ভারতের পরিচিতি স্বীকৃত হয়েছে অনেক সাফল্যের কারণে, যেমন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আধুনিক নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যায় ভারতের সমাধানসূত্র দেওয়ার ঘটনায়। তিনি আরও বলেন, আজকের ভারত এগিয়ে চলেছে তার জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিতে। শ্রী মোদী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন একটি দেশের মেরুদণ্ড তার যুবশক্তি"। যুবশক্তি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটাই সময় এবং আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারত বর্তমানে অমৃতকালের নতুন যাত্রা শুরু করেছে এবং উন্নত ভারত গড়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্যপূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, "ভারত বিশ্বের মধ্যে তরুণতম দেশ"। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতের যুবসমাজ তাদের সক্ষমতা এবং দক্ষতা প্রমাণ করেছে বিশ্বে এবং ভারতের যুবশক্তি বিশ্বের বড় বড় কোম্পানীতে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ভারতের উন্নয়নের ভার নিয়েছে। বর্তমানে দেশের কাছে সময় ও সুযোগ আছে জানিয়ে শ্রী মোদী দেশ গঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যুবসমাজকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের যুবসমাজের। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ২০২৫-এর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী যা যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়, সরকার সেদিন দিল্লিতে ইয়াং লিডার্স ডায়ালগের আয়োজন করছে। তিনি আরও জানান, দেশের নির্বাচিত ২ হাজার যুবাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং দেশের কয়েক কোটি যুবা এতে অংশ নেবেন। তিনি আরও বলেন, যুবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত এক ভারতের সংকল্প নিয়ে আলোচনা হবে এবং রাজনীতির সঙ্গে যুবসমাজকে যুক্ত করার পথদিশা প্রস্তুত করা হবে। শ্রী মোদী আগামী দিনে ১ লক্ষ প্রতিভাশালী এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবাকে রাজনীতিতে আনতে সরকারের সংকল্পকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই যুবরা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাজনীতিতে হবে নতুন মুখ এবং দেশের ভবিষ্যৎ।

আধ্যাত্মিকতা এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন - বিশ্বকে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দুটি ভাবনার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে আমাদের আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই জোর দিতেন আধ্যাত্মিকতার বাস্তব দিকটির উপর এবং চাইতেন সেই আধ্যাত্মিকতা যা সমাজের প্রয়োজন মেটাবে। তিনি আরও বলেন যে, ভাবনার পবিত্রতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিতেন পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপর। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ এবং পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন আমাদের পথ প্রদর্শন করবে। আধ্যাত্মিকতা এবং সুস্থায়িত্ব দুটিতেই ভারসাম্য রাখা জরুরি জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, একটি মনের ভারসাম্য রক্ষা করে অন্যটি আমাদের পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। শ্রী মোদীর বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান মিশন লাইফ, এক পেড় মা কে নাম-এর মতো আমাদের অভিযানকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের সাহায্যেই এটা আরও প্রসারিত করা যায়।

শ্রী মোদী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ভারত যেন শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল দেশ হয়ে ওঠে"। শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই দেশ এখন এগিয়ে চলেছে। ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন, যথাশীঘ্র সম্ভব এই স্বপ্ন পূরণ করতে হবে এবং শক্তিশালী ও সক্ষম ভারত মানবতাকে আবার নতুন দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, এই জন্য দেশের প্রত্যেক নাগরিককে গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনাকে আত্মস্থ করতে হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মননের পুষ্টিলাভ যেমন হয় দেবী সরস্বতীর আরাধনায় তেমনই নশ্বর শরীরের পুষ্টির জন্য মা লক্ষ্মীর আবাহন ও পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মা লক্ষ্মীকে শুধুমাত্র ধনদেবী হিসেবে দেখলে তাঁর মহিমার সম্পূর্ণটা দেখা হয় না। তাঁর আশীর্বাদ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, গৃহস্থের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আর এই দুয়ের জন্যই প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ পাওয়ার পরে মানুষ তার প্রয়োগ কীভাবে করছে, সেদিকে তাঁর কড়া নজর। অপচয় বা অন্যায় প্রয়োগ তিনি সইতে পারেন না, তাই তিনি চঞ্চলা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তদশ পর্ব)

পাশযুক্ত তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। প্রত্যালীঢ় পদে ইনি গণেশকে পদদলিত করেন।

বজ্রহুঙ্কার।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতার বর্ণ নীল এবং ইঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি। দুইটি হাতে বজ্র ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া অঙ্গুলি জড়াইয়া বজ্রহুঙ্কার-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই বিশেষ মুদ্রা হইতেই দেবতার নাম বজ্রহুঙ্কার। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভৈরবকে পদদলিত করেন।

ভূত ডামর।। ভূতডামরকে হিন্দুরাও যেমন মানে বৌদ্ধেরাও তেমনই। ভূতডামরের একখানি হিন্দুতন্ত্র আছে, আবার একখানি বৌদ্ধতন্ত্রও আছে। দুইটি মিলাইলে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যা। ভূতডামরের বর্ণ অক্ষোভ্যের ন্যায় নীল বা কৃষ্ণ। ইঁহার মূর্তি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল। ইনি একমুখ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি প্রধান-ভুজে ভূতডামর-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। অপর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত বজ্র ধারণ করেন এবং অপর হামে তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভূতপ্রেতাদির দেবতা অপরাজিতকে নিষ্পেষণ করেন।

ভূতডামর। তিব্বতি চিত্র, অষ্টাদশ শতক। রুবিন মিউজিয়াম অভ আর্ট।

বজ্র জ্বালানলার্ক।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতার বর্ণ নীল, আকৃতি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল, চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। ইনি আলীঢ় পদে সপত্নীক বিষ্ণুকে পদদলিত করিয়া থাকেন।...

ত্রৈলোক্য বিজয়।। এই দেবতার কুলেশ অক্ষোভ্য। ইঁহার বর্ণ নীল ও মূর্তি ভীতিপ্রদ। ইনি চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। প্রত্যালীঢ় পদে ইনি শিব্‌কে পদদলিত করেন" (বিনয়তোষ ৪৩-৪৪)।

"কালচক্র।। কালচক্র আদিবুদ্ধ যান বা আদি যানের প্রধান দেবতা। এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হঠাৎ মোদি-আদানি সেজে ভারতের সংসদে হাজির দুই এমপি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হঠাৎ দেখে যে কারো মনে হতে পারে ভারতের সংসদে 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতা চলছে। তবে একটু খেয়াল করলেই ভুল ভাঙবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশটির শিল্পপতি গৌতম আদানির মুখোশ পরে সংসদ ভবনে গেলেন ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের দুই সংসদ সদস্য মানিকম টেগোর এবং সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা। প্রথম জনের মুখে মোদির মুখোশ, আর দ্বিতীয় জনের মুখে আদানির। এই মুখোশ-প্রতিবাদ অভিনব না হলেও অভিনবত্ব রইল রাহুল গান্ধীর ভূমিকায়। মোবাইল ফোনে দু'জনের ছবি তুলতে তুলতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা জানতে চাইলেন, মোদী এবং আদানির মধ্যে সম্পর্ক কী? রসিকতা করে তার উত্তরও দিলেন দু'জনে।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই আদানি-বিরোধী প্রতিবাদকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে চাইছে কংগ্রেস। 'আদানি ঘুষকাণ্ড' নিয়ে শোরগোল শুরু হওয়ার পরেই সম্প্রতি সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলোর সংসদ সদস্যদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান রাহুল। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়নি 'ইন্ডিয়া'র দুই দল সমাজবাদী পার্টি (এসপি) এবং তৃণমূল।

সোমবার খানিক নাটকীয় ঢঙেই মোদি এবং আদানি সেজে সংসদে আসেন কংগ্রেসের ওই দুই সংসদ সদস্য। দু'জনের ছবি তুলতে তুলতেই রাহুল তাদের বলেন, দু'জনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে। তার পর দুই সাংসদ একে অপরের হাত ধরে হিন্দিতে বলেন, "আমরা একসঙ্গেই সব করব। আমাদের বহু বছরের সম্পর্ক।" মনে করা হচ্ছে, রসিকতার আড়ালে মোদি এবং আদানির 'ঘনিষ্ঠতার' প্রসঙ্গে টেনে দু'জনকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

রাহুলের প্রশ্নের জবাবে আদানির মুখোশ পরা কংগ্রেস এমপি মোদির মুখোশ পরা এমপির উদ্দেশে বলেন, "আমি যা বলি, উনি তা-ই করেন।" এই মন্তব্যের পরেই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিরোধী এমপিদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। প্রসঙ্গত, রাহুল দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করছেন যে, শিল্পপতি আদানির নির্দেশে পরিচালিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মার্কিন আদালতে আদানিদের বিরুদ্ধে 'প্রমাণ-সহ অভিযোগপত্র' (ইনডিক্টমেন্ট) জমা পড়েছে গত ২০ নভেম্বর। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পাওয়ার বিনিময়ে ভারতের মন্ত্রী এবং আমলাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে গৌতম আদানি এবং তার ভাইপো সাগরসহ সাত জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাতে। শীতকালীন অধিবেশনের গোড়া থেকেই আদানিকাণ্ডের তদন্তে জেপিসি গঠনের দাবিতে সরব কংগ্রেসসহ 'ইন্ডিয়া'র শরিকেরা। কিন্তু আদানি-বিক্ষোভে শরিক হয়নি এসপি, তৃণমূল এবং আম আদমি পার্টি (আপ)।

ট্রাম্পের হুমকির কাছে ভারতের নতি স্বীকার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো ডলারের বিকল্প হিসেবে নতুন মুদ্রা চালু করলে তাদের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের হবু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারে ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানালেন, ডলার বাতিল করে তার বিকল্প হিসেবে নতুন মুদ্রায় বাণিজ্যের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি। কাতারে ওদোহা ফোরাম্ম-এ বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'ব্রিকস নিয়ে ট্রাম্প যে মন্তব্য করেছেন, সে প্রসঙ্গে জানিয়ে দিতে চাই, ডলার বাদ দেওয়ার পক্ষে কখনও সিদ্ধান্ত জানায়নি ভারত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সর্ববৃহৎ সঙ্গী। ডলারকে দুর্বল করার কোনও ইচ্ছে ভারতের নেই।'

আমেরিকা-রাশিয়া টানাপড়েনের আবহে ডলারকে বাদ দিয়ে ব্রিকসগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি নতুন মুদ্রার প্রচলন করতে চাইছে বলে বেশ কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছে। এ নিয়ে দিন কয়েক আগে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলার ব্যবহার না করলে ব্রিকসগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্পের কথায়, "ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলি যদি নতুন মুদ্রায় বাণিজ্য শুরু করে, তা হলে তারা আমেরিকার বিকল্প খুঁজে নিক। কারণ আমেরিকার দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ওই দেশগুলির উপর ১০০ শতাংশ শুল্কের খাঁড়া নেমে আসবে। যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দান্ত অর্থনীতিতে তারা তাদের পণ্য বিক্রির স্বপ্নকেও বিদায় জানাতে বাধ্য হবেন।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে দোহা সম্মেলনে জয়শঙ্কর তেমন কোনও নতুন মুদ্রার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন।

ট্রাম্পের জামানায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে দিল্লি যে সক্রিয়, তাও বুঝিয়ে দেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, 'প্রথম ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে ভারত। বাণিজ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিলেও সার্বিকভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়াকে বয়কট করলেও রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় অব্যাহত রেখেছে ভারত। ২২তম দোহা সম্মেলনে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফের রাশিয়া থেকে তেল কেনার সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করে পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেন, 'ভারতের শক্তির চাহিদা মেটাতে বিশ্বের কাছে আর কোনও ভাল বিকল্প আছে কি?' তিনি বলেন, 'আমি তেল কিনছি, এটা সত্যি। তবে এটা সস্তা নয়। আপনাদের কাছে এর চেয়ে ভাল কোনও পথ আছে?'

৩ পাতার পর

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত "ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন"

প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে শুধু তাই নয়, অঞ্চলের স্থানীয় হস্তশিল্পী, বুননশিল্পী এবং বিক্রেতাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতেও সহায়তা করবে।

মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চল আত্মবিশ্বাসী সমৃদ্ধির বিষয়ে। প্রয়োজন যথাযথ লগ্নি, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরপূর্বাঞ্চল নেতৃত্ব দিতে পারবে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের উদ্যোগ ও কর্মসূচির মাধ্যমে ওই অঞ্চলে লগ্নির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তিনি আরও জানান, ৮টি রাজ্যই বিনিয়োগকারীদের অভিনব সুযোগ দিচ্ছে লগ্নি করার। মন্ত্রকের পাশাপাশি উত্তরপূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্য ওই অঞ্চলে লগ্নিকারকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

সিনেমার খবর

অভিষেককে ট্রোল, যা বললেন অমিতাভ বচ্চন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

সময়ের সঙ্গে ট্রোলিংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন তারকারা। কিন্তু কখনও কখনও কটাক্ষের জবাব দিতেও তারা পিছপা হন না। এবার যেমন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল অমিতাভের। পুত্র অভিষেক বচ্চনকে নিশানা করেছিলেন এক নেটিজেন। তাকে পাল্টা জবাব দিলেন অমিতাভ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অমিতাভকে ট্যাগ করে সম্প্রতি এক জন ব্যক্তি নেতিবাচক মন্তব্য করেন। তিনি এক্সে (সাবেক টুইটার) লেখেন, 'স্যার, জুনিয়র বচ্চনকে হিন্দিতে কথা বলতে বলুন। আমাদের সমাজে সকলে ইংরেজি ভাল বোঝেন না।' ছেলের প্রতি এই আক্রমণকে ভাল চোখে দেখেননি অমিতাভ। বিগ বি ওই ব্যক্তিকে পাল্টা উত্তর দেন। উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তি তার বক্তব্যটি ইংরেজি হরফে লিখেছিলেন। অমিতাভ তা লক্ষ্য করে লেখেন, 'বাহ! কী অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি আপনার। অদ্ভুত! হিন্দিতে কথা বলতে বলছেন। এ দিকে নিজে ইংরেজি হরফ ব্যবহার করে লিখেছেন!' লক্ষ্যণীয়, অমিতাভ তার উত্তরটি নাগরী হরফ ব্যবহার করে লিখেছেন।

অমিতাভের এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনুরাগীদের একাংশ বিগ বি-র প্রশংসা করেছেন। এক অনুরাগীদের মতে, হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট থাকলে মানুষ এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা ইচ্ছে লিখতে পারে। অন্য একজন অমিতাভের উদ্দেশে লেখেন, 'স্যার, আপনি একদম ঠিক উত্তর দিয়েছেন।'

সম্প্রতি 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবিতে অভিষেকের অভিনয় দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অমিতাভও ছেলের অভিনয়ের প্রশংসা করে সামাজক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। পাশাপাশি স্ত্রী ঐশ্বর্যা রায় বচ্চনের সঙ্গেও অভিষেকের বর্তমান সমীকরণ চর্চায় রয়েছে।

'পুষ্পা টু' সিনেমা থেকে ১৯ মিনিট কেটে ফেলল সৌদি আরব

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

'পুষ্পা টু' সিনেমা থেকে ১৯ মিনিট কেটে ফেলল সৌদি আরব

মুক্তি পেয়েছে দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন অভিনীত সিনেমা 'পুষ্পা টু : দ্য রুল'। সিনেমাটি আজ বৃহস্পতিবার বিশ্বজুড়ে প্রায় নয় হাজার থিয়েটারে একযোগে মুক্তি পেয়েছে। এ সিনেমাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভালোভাবে চললেও জটিলতা দেখা দিয়েছে সৌদি আরবে।

জানা গেছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটের 'পুষ্পা টু' ভারতের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির দীর্ঘতম সিনেমার একটি। আর এই সিনেমাটি সৌদি আরবের সেন্সর বোর্ড পুরো ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট রেখে মুক্তি দেয়নি। দেশটির বোর্ড থেকে কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে সিনেমাটির। ফলে ১৯ মিনিট কম রানটাইমে দেখা যাবে আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা টু'।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সৌদি আরবের সেন্সর বোর্ডের আপত্তি থাকার কারণে সিনেমাটি থেকে 'জাথরা দৃশ্য' নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটে ফেলা হয়েছে।

জানা গেছে, সিনেমাটিতে হিন্দু ধর্মের প্রতীক এবং দেবতাদের দৃশ্য ছিল। চরিত্রটিতে অভিনেতাকেও এক দেবীর মতো উপস্থাপন করা হয়েছিল। যা পছন্দ হয়নি সৌদি আরবের সেন্সর বোর্ডের। এ কারণে কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে।

অভিষেক নয়, নতুন সঙ্গীর ছবি প্রকাশ নিমরতের!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

অভিষেক বচ্চন-নিমরত কৌরের সম্পর্কে রয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। তবে এই প্রেম গুঞ্জন নিয়ে অভিষেক বা নিমরত কেউই মুখ খুলছেন না। বরং প্রশ্ন উঠলেই এড়িয়ে যাচ্ছেন এসব বিতর্ক। ঠিক এরই মাঝে নিমরত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার নতুন সঙ্গীর ছবি শেয়ার করলেন। যার সঙ্গেই আজকাল বিকেলে চায়ের আড্ডা জমছে অভিনেত্রীর।

নিমরত তার ইনস্টাগ্রামে একটা স্টোরি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা গেছে, বিড়ালের সঙ্গে বসে রয়েছেন তিনি। আর সেই পোস্টেই লিখলেন, 'বাড়ি ফিরলাম। চায়ের সঙ্গীর সঙ্গে বসে রয়েছি।'

সদ্য 'সিটাডেল হানি বানি' সিরিজের স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নিমরত। সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি জুনিয়র বচ্চনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা না বললেও নিজের প্রেম জীবন নিয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি সিঙ্গেল। কোনও সম্পর্কে নেই।' পাশাপাশি সিঙ্গেল মেয়েদের ঘুরতে যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। এদিকে সম্প্রতি বচ্চন পরিবার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন, 'অভিষেক বর্তমানে অন্য অনেক কিছু নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন।'

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার দাম্পত্যে চিড় ধরার খবর নতুন নয় এর মাঝেই নতুন গুঞ্জন, অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছেন নিমরত কৌর। এর আগে অভিনেত্রীর নাম জড়িয়েছিল রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে। নেটপাড়াতেও ঐশ্বরিয়া রাই এবং নিমরত কৌরের তুলনা টেনে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।

মা হতে চলেছেন সোনাক্ষী সিনহা?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

চলতি বছরই ভালোবেসে ঘর বেঁধেছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা ও মডেল-অভিনেতা জহির ইকবাল। বিয়ের পর থেকে বেশ সুখেই দিন কাটছে এই তারকা দম্পতির। তবে বিয়ের কয়েক মাস না পেরোতেই নেট দুনিয়ায় জোর গুঞ্জন উঠেছে, মা হতে চলেছেন সোনাক্ষী। সামাজিক যোগাযোমাধ্যমে সোনাক্ষী-জহিরের নতুন কিছু ছবিতে সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। আর তা দেখেই নেটিজেনদের ধারণা, অভিনেত্রী নাকি গর্ভবতী। একটি দিওয়ালি পার্টিতে গিয়েছিলেন সোনাক্ষী-জহির। মূলত সেখানকার কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন এই অভিনেতা। ওই ছবিতে দেখা যায়, সোনাক্ষীর পরনে রয়েছে ভরাট কাচের কাজ করা লাল রঙের আনারকলি। অন্যদিকে জহির পরেছেন নীল রঙের কুর্তা এবং সাদা পায়জামা। দিওয়ালি পার্টিতে ছবি তুলতে গিয়ে তারা যেভাবে পোজ দিয়েছেন সেখানেই সোনাক্ষীর বেবিবাম্প নজরে পড়েছে নেটিজেনদের। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা। অনেকে সেই পোস্টে শুভেচ্ছাও জানিয়ে ফেলেছেন এই তারকা দম্পতিকে। সোনাক্ষী-জাহিরের প্রথম সন্তান আসছে ভেবে একজন লিখেছেন, গর্ভবতী হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা রইলো। আরেক নেটিজেন লেখেন, শিগগিরই খুদে সদস্য আসছে মনে হচ্ছে, অনেক শুভেচ্ছা। তাদের এক ভক্ত লেখেন, নজর না লাগুক, ভালো থাকুন। এদিকে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার এমন গুঞ্জনে এখনও কোনো কথা কিংবা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি সোনাক্ষী বা জহির কেউই। ফলে এই গুঞ্জন নিছকই গুজব নাকি বাস্তব, সময় এলে বোঝা যাবে সবটাই।

'কবির সিংয়ের মতো ছেলেই পছন্দ' মেয়েদের : শাহিদ কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

'কবির সিং' বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুরের ক্যারিয়ারে অন্যতম সফল সিনেমা। ভারতের মতো বাংলাদেশেও এই ছবি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। বিশেষ করে কবির সিংয়ের মতো একটা আজব চরিত্র মন কাড়ে দর্শকের। তবে এই কবির সিংকে নিয়ে সমালোচনাও রয়েছে। মূলত 'কবির সিং' ছবিতে কবির চরিত্রটি ছিল এক উগ্র, চণ্ডাল ও মদ্যপ প্রেমিকের। সেখানে প্রেমিকার গায়ে হাত তোলার মত গল্প রয়েছে। এ জন্য সমালোচকদের অভিযোগের ফিরিস্তিও দীর্ঘ। নারীবাদীদের কথায়, ছবি জুড়ে 'গ্লোরিফাই' করা হয়েছে 'অসুস্থ পুরুষতন্ত্র'কে।

এ নিয়ে সম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন শাহিদ। তিনি মনে করেন, 'কবির সিং চরিত্রকে অবশ্যই পছন্দ করেছেন দর্শকেরা, তা না হলে ছবিটির জন্য হল শূন্য থাকত। আর এখন বলিউডের পর্দার মতো চিরচেনা রোমান্স নয়, মেয়েরা পছন্দ করে কবিরের মতো প্রেমিকই!'

শাহিদ বলেন, 'কবির সিং চরিত্রটির জন্যই ছবি হিট হয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েরা কবিরের মতো 'টক্সিক লাভার' পছন্দ করে। আমি তো সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কমেন্টে এমনটাও দেখেছি যে, কবিরের মতো প্রোটেকটিভ বয়ফ্রেন্ডই চাই জীবনে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন বর্তমানে মেয়েরা ঠিক কী চায়।'

অভিনেতা আরও বলেন, 'সিনেমা করতে গিয়ে অনেক কথাই মাথায় এসেছে। এক হলো, এমন ছেলে কি আদৌ আছে? এমন ছেলেদের ওপর মেয়েরা আদৌ প্রেমে পড়ে? তাছাড়া আমি একটা করে দৃশ্য শ্যুট করেছি। আর আমার মনে হয়েছে, বাস্তবে কি এমন প্রেমিক রয়েছে, যারা প্রেমিকার যত্ন নিতে গিয়ে উগ্র হয়ে যায়। পরে বুঝেছি যে অবশ্যই আছে। আর মেয়েরা তাদেরকেই পছন্দ করে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

হরভজন বললেন, 'পাকিস্তান ভারতে না এলে কিছু যায় আসে না'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক-গুঞ্জন যেন থামছেই না। এখন পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের মত পার্থক্য দূর করতে পারেননি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। গত বছর পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপ, এরপর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়েও দু'দেশের তীব্র বৈরিতা তৈরি হয়েছিল। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু সেখানে ভ্রমণ করতে নারাজ ভারত।

এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে ভারতের মাটিতে আইসিসি বা এসিসির কোনো আসরে অংশ না নেওয়ার হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান। তবে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং বলেছেন, পাকিস্তান ভারতে না এলে কিছু যায় আসে না।

৩ ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট পাকিস্তান। এক সাক্ষাৎকারে হরভজন বলেন, 'পাকিস্তান যদি ভারতে আসতে না চায়, তবে তাই হোক। এতে আমাদের কিছু যাবে আসবে না।'

ভারতের চাওয়া, গত এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলে হোক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এতে নিজেদের ম্যাচ তৃতীয় কোনো দেশে খেলবে ভারত। তবে পিসিবি সব ম্যাচই পাকিস্তানে আয়োজন করার পক্ষে অনড়।

হরভজনের ভাষায়, 'যে কোনও খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করুন- তারা আবুধাবি বা দুবাইতে খেলতে রাজি। আমরা আজকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ খুব কমই দেখি। পাকিস্তানের উচিত তাদের অহংকে দূরে সরিয়ে হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়া। কারণ, ভারতের কাছে পাকিস্তানে যাওয়া মানেই নিরাপত্তার সমস্যা।'

'আমার পাকিস্তানের দর্শকদের জন্য খারাপ লাগছে। তাদের দোষ নেই। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলাবে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তারা কোহলি এবং অন্যদের মত চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ পেলেন না।'

নিজের খেলোয়াড়ি জীবনে বহুবার পাকিস্তান সফর করেছেন হরভজন। প্রতিবারই উষ্ণ সমর্থন পেয়েছেন দেশটির দর্শকদের কাছ থেকে। কিন্তু সেটা এখন অতীত। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পিসিবিকে বাস্তবতা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

হরভজন বলেন, 'আমি যখন পাকিস্তানে খেলতে গেছি, ভালোই আতিথেয়তা পেয়েছি। ওরা খাবারের জন্য আমাদের চার্জ নিত না। সবসময় শাল উপহার দিত।'

'পিসিবির কঠোর অবস্থান ছাড়া উচিত। টুর্নামেন্টটাকে অবাঞ্ছিত সমস্যার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক না।'

টেস্ট দলে ফিরলেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকে সামনে রেখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তিন সংস্করণের আলাদা দল ঘোষণা করেছে। তবে বাদ পড়েছেন ইংল্যান্ড বধের নায়ক সাজিদ খান। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে বাদ পড়া বাবর এই সফরে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন।

প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে সেঞ্চুরিয়নে, যেখানে স্পিনারদের প্রভাব কম। সাজিদ বাদ পড়ার অন্যতম কারণ এটি। টেস্ট দলে ফিরেছেন পেসার মোহাম্মদ আব্বাস, আর শাহিন আফ্রিদিকে রাখা হয়নি ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে। ইংল্যান্ড সিরিজে অবশ্য ভালো করা আরেক স্পিনার নোমান আলী অবশ্য জায়গা ধরে রেখেছেন।

বাবর ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের তিন সংস্করণের দলে আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা। নাসিম শাহকে রাখা হয়েছে টেস্ট ও ওয়ানডে দলের স্কোয়াডে। টেস্ট দল: শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল (সহ-অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, বাবর আজম, হাসিবুল্লাহ (উইকেটরক্ষক), কামরান গোলাম, খুররম শাহজাদ, মীর হামজা, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), নাসিম শাহ, নোমান আলী, সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগা।

ওয়ানডে দল: মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, হারিস রউফ, কামরান গোলাম, মোহাম্মদ হাসনাইন, মুহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মোকিম, তৈয়ব তাহির এবং উসমান খান (উইকেটরক্ষক)।

টি-টোয়েন্টি দল: মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, হারিস রউফ, জাহানদাদ খান, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ ইরফান খান, ওমাইর বিন ইউসুফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মকিম , তৈয়ব তাহির এবং উসমান খান (উইকেটরক্ষক)।

হাইভোল্টেজ ম্যাচে ম্যানইউকে হারাল আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রথমার্ধে এক রকম বাজেই কেটেছে আর্সেনালের। তেমন মেলে ধরতে পারেনি ইউনাইটেডও। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই বেশ ভালো ফুটবল খেলল আর্সেনাল। আর তাতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো ইউনাইটেড। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল আর্সেনাল।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। ইউরিয়েন টিম্বার স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয় গোলটি করেছেন উইলিয়াম সালিবা। প্রথমবারের মতো লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে টানা চার ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেল আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আর্সেনালের আক্রমণে ধার বাড়ে। ৫৪তম মিনিটে গোলের দেখা পায় তারা। রাইসের কর্নারে হেডে বল জালে পাঠান টিম্বার।

৭৩তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় আর্সেনাল। বুকায়ো সাকার কর্নারে পার্টির হেড সালিবার পিঠে লেগে জালে জড়ায়। ম্যাচে ইউনাইটেড গোল পরিশোধ করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।

১৪ ম্যাচে ৮ জয় ও ৪ ড্রয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তিন নম্বরে অবস্থান আর্সেনালের। আরেক ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করা লিভারপুল ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে।

আবারও পেনাল্টি মিস এমবাপ্পের, বিলবাওয়ের কাছে হারল রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদে সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না কিলিয়ান এমবাপ্পের। গ্যালাকটিকোসদের হয়ে প্যারফরম্যান্সে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের সেই জৌলুস নেই। এবারও ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারলেন না তিনি। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে আবারও পেনাল্টি মিস করলেন এই ফ্রেঞ্চম্যান। এমবাপ্পের এমন দিনে অ্যাথলেটক বিলবাওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল।

ম্যাচের তিনটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। আলেক্স বেরেনগার গোলে রেয়াল পিছিয়ে পড়ার পর সমতায় ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। শেষ দিকে তাদের আশা গুঁড়িয়ে দেন গোর্কা গুরুজেটা। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম লা লিগায় রিয়ালের বিপক্ষে জয় পেল বিলবাও।

এই হারের ফলে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হারাল রিয়াল। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও তিন ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তারা। এক ম্যাচ বেশি খেলে তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

এ দিন বল দখলে রিয়াল আধিপত্য করলেও, আক্রমণে তেমন কিছু করতে পারছিল না তারা। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণে কয়েক দফায় একটু ভীতি ছড়ালেও, একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা।

বিরতির পরও ৫৪তম মিনিটে কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় গোল পেয়ে যায় বিলবাও। বাঁ দিক থেকে দারুণ ক্রস বাড়ান নিকো উইলিয়ামস। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বল লক্ষ্যেই ছিল। শেষমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে কোনোমতে আটকান থিবো কোর্তোয়া। কিন্তু বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ছুটে আসা বেরেনগারের গায়ে লাগার পর বল কোর্তোয়ার শরীরে বাধা পায়, এরপর টোকা দিয়ে বল জালে জড়ান বেরেনগার।

আট মিনিট পর গোল পরিশোধের সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেন এমবাপ্পে। বক্সে আন্টোনিও রুডিগার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় রেয়াল; ফরাসি ফরোয়ার্ডের দুর্বল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক ইউলেন আহিরেসাবালা।

গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষেও একটি পেনাল্টি মিস করেছিলেন এমবাপ্পে। সেই ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছিল মাদ্রিদের দলটি।

এমবাপ্পে পেনাল্টি মিস করলেও হতাশায় ভেঙে পড়েনি রিয়াল। অবশেষে ৭৮তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পায় তারা। এমবাপ্পের দূর থেকে নেওয়া শট গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর ফিরতি বল ফাঁকায় পেয়ে শটে জালে পাঠান বেলিংহ্যাম।

অবশ্য দুই মিনিট বাদেই বক্সের বাইরে ফেদে ভালভের্দের ভুলে বল পেয়ে ভেতরে ঢুকে জোরাল শটে বিলবাওয়ের লিড দ্বিগুণ করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গুরুজেটা। পরে আর গোল পরিশোধ করতে না পারায় আসরে দ্বিতীয় পরাজয়ের হতাশা নিয়ে ফেরে রিয়াল।

লা লিগা

মায়োর্কাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

লা লিগায় গত শনিবার লাস পালমাসের কাছে হেরে যায় বার্সেলোনা। টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর জয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল বার্সেলোনা। রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে অনেকগুলো সুযোগ হারানোর পর দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে উঠল তারা।

প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। চারটি গোল করেছে তারা দ্বিতীয়ার্ধে।

শুরুতে ফেররান তরেস সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই সমতা ফেরান মারিকি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে দলকে ফের এগিয়ে নেওয়ার পর নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। বদলি নেমে পরের দুটি গোল করেন ফ্রেংকি ডি ইয়ং ও পাউ ভিক্তর।

১৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলো তারা। দুই ম্যাচ কম খেলে চার পয়েন্ট পেছনে থেকে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ (৩৩)। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

৭ ম্যাচ পর জয়ে ফিরল সিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাত ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেলো ম্যানচেস্টার সিটি। বুধবার নটিংহ্যাম ফরেস্টকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওয়ালার দল। অষ্টম মিনিটে সিটিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখেন ডি ব্রুইন। গোলমুখে নেওয়া তার হেড খুব কাছ থেকে জালে ঠেলে দেন সিলভা। ডি ব্রুইনা নিজে গোল করেন ৩১ মিনিটে। ডকুর পাস ধরে ঠিক ১৮ গজ বক্সের ভেতর থেকে জাল কাঁপান তিনি। ৫৭ মিনিটে ডকু জয় সুনিশ্চিত করেন। আর্লিং হাল্যান্ডের দূরপাল্লার পিন পয়েন্ট ক্রসে নিজের মার্কারকে ফাঁকি দিয়ে ৩-০ করেন তিনি। ১৪ ম্যাচ শেষে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে ম্যান সিটি। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে চেলসির অবস্থান দ্বিতীয়। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে তৃতীয় স্থানে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টপে আছে লিভারপুল।

এদিকে, প্রথমার্ধে দুই দলের ভীষণ বাজে ফুটবল প্রদর্শনীর পর বেশ ভালো খেলল আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আবারও হারাল মিকেল আর্তেতার দল। এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। ইউরিয়েন টিম্বার স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয় গোলটি করেছেন উইলিয়াম সালিবা। প্রথমবারের মতো লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে টানা চার ম্যাচ জিতল আর্সেনাল। আর হতশ্রী ফুটবল খেলে হুবেন আমুরির কোচিংয়ে চার ম্যাচে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল ইউনাইটেড। এই ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম স্থানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

এছাড়া, লা লিগায় এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেন কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগা চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ বুধবার ২-১ গোলে হারলো অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে। সব প্রতিযোগিতা মিলে এটি তাদের সাত ম্যাচে চতুর্থ হার। প্রায় দুই মাস অপরাজিত থাকা অ্যাথলেটিক শুরু থেকে দাপট দেখায়। ৫৩ মিনিটে গোলমুখের কাছ থেকে নেওয়া শটে তাদের লিড এনে দেন অ্যালেক্স বেরেনগুয়েরে। ১৫ মিনিট পর মাদ্রিদ ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগারকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় তারা। এমবাপে রিয়ালকে সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ পান। কিন্তু গত সপ্তাহে লিভারপুলের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগ হারের ম্যাচে পেনাল্টি মিস করা ফ্রান্স ফরোয়ার্ড আবারও দুর্বল শট নেন। অ্যাথলেটিক গোলরক্ষক জুলেন আগিরেজাবালার জন্য সেটি ঠেকানো বেশ সহজ ছিল। রিয়াল শেষ পর্যন্ত সমতা ফেরায়। ৭৮ মিনিটে জুড বেলিংহ্যাম ফিরতি শটে গোল করেন। কিন্তু দুই মিনিট পর ফেডেরিকো ভালভার্দের মারাত্মক ভুলে গোরকা গুরুজেতা জাল কাঁপান। টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান ঘুচানোর সুযোগ হারালো রিয়াল। ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে কাতালান জায়ান্টরা এক নম্বরে। এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল চার পয়েন্ট পেছনে। অ্যাথলেটিক ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR